যায়যায়দিন

তারিখ 13 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

ভর্তি বাণিজ্যের হাওয়ায় দুলছে খুলনার সেরা স্কুলগুলো

শাওন হক খুলনা অফিস

খুলনা জিলা স্কুলের পূর্ব পাশের বাউন্ডারিতে নবনির্মিত মসজিদের সামনে ফাকা চত্বরে বসে চুপচাপ দোয়া দুরূদ পড়ছিলেন দুই ভদ্র মহিলা। জাহানায়া বেগম এবং রোমেনা আলম। তাদের দুইজনের ছেলেই জিলা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে। ছেলেদের সফলতা কামনা করে তারা নফল রোজাও রেখেছেন বলে জানা যায়। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত স্কুলের ভেতরে যখন ৮৮১ জন ছাত্র পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে, তখন বাইরে শত শত উদ্বিগ্ন অভিভাবকের প্রতীক্ষার প্রহর কাটছিল। জাহানারা, রোমেনারা সন্তানদের জন্য দোয়া করছিলেন, কিন্তু দোয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'দাওয়ার' (অর্থ ব্যয়) যে একটা বিষয় আছে, তা নিয়েই মূলত চলেছিল আলোচনা।

ব্যবসায়ী রফিকুল ইসলামের ছেলে রিফাত ইসলাম ইতিমধ্যেই বেসরকারিভাবে পরিচালিত সেন্ট যোসেফ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হয়েছে। বলা যায়, রিফাতের মতো অনেককেই স্কুলে কর্তৃপক্ষ ভর্তি হতে বাধ্য করেছে। ভরা অবরোধের মধ্যে গত ৯ জানুয়ারি পরীক্ষা, ১০ জানুয়ারি রেজাল্ট এবং ১১ জানুয়ারির মধ্যে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন। ভর্তি ফি ৮৯০ টাকা। রিফাত জিলা স্কুলে চান্স পাবে বলে তার অভিভাবকরা দৃঢ়ভাবে আশাবাদী। তাদের ইচ্ছাও এখানে ভর্তি করার। সে ক্ষেত্রে যোসেফ স্কুলে ভর্তির টাকাটা নির্ঘাত জলে যাবে। এমনটা ঘটবে আরো অনেক মেধাবী ছাত্রের ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্রে জোসেফ স্কুল কর্তৃপক্ষ লাভ করবে দু দিক থেকে। আনোয়ার হোসেন বিপ্লব নামের এক অভিভাবক এ সব উদাহরণ তুলে বলেন শিক্ষা নিয়ে এখন শুধুই লাভ লোকসানের খেলা চলছে। এটা এখন এতোটা বাণিজ্যিক রূপ নিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার স্বপ্ন দেখাই দায় হয়ে পড়েছে। সরকারি স্কুলের প্রতি গার্ডিয়ানদের আগ্রহ থাকায় নামকরা বেসরকারি স্কুলগুলো গত কয়েক বছর ধরে আগেভাগে পরীক্ষা নিয়ে টাকা আটকে ফেলছে।

একই অভিযোগ জানালেন সরকারি চাকরিজীবী মোঃ মনিরুল হক। তার মেয়ে গত ৯ জানুয়ারি বেসরকারিভাবে পরিচালিত অন্যতম সেরা স্কুল কলেজিয়েট গার্লস স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। তার রোল সেখানে ওয়েটিং লিস্টে আছে। ওই স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি ফি দুই হাজার টাকা। করোনেশন স্কুল জানায়, ওই স্কুলের গতকালের ভর্তি পরীক্ষায় ৯১০ জন ছাত্রী অংশ নিয়েছে। ফলাফলও কালই প্রকাশিত হবে এবং ভর্তির দিনও একই সঙ্গে জানানো হবে। এখানে ভর্তি ফি ৬৫৫ টাকা।

আগামী ১৫ জানুয়ারি সোমবার নগরীর তৃতীয় সেরা স্কুল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ১২০টি আসনে ভর্তি পরীক্ষায় ৪৫০ জন ছাত্রী অংশ নেবে।

গতকাল দুটি সরকারি স্কুলের সামনে অপেক্ষমাণ কমপক্ষে এক ডজন অভিভাবক জানিয়েছেন, সরকারি জিলা, কারোনেশন, বালিকা বিদ্যালয় (মনুজান স্কুল) এবং বেসরকারি সেন্ট যোসেফ কলেজিয়েট গার্লস ও পাবলিক কলেজে (স্কুল শাখা) ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করার জন্য তারা ন্যূনতম ৮ মাস থেকে এক বছরের প্রস্তুতি নিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসে কমপক্ষে ৫০০ থেকে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। শুধু সরকারি তিনটি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে আড়াই হাজার ছাত্র-ছাত্রী। পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বে মাথাপিছু ৫ হাজার টাকা ব্যয় ধরলেও অভিভাবকদের সর্বমোট ব্যয় হয়েছে সোয়া এক কোটি টাকারও বেশি।